১০৮০৫

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

২নং অরফ্যানেজ রোড, বখশি বাজার, ঢাকা-১২১১
Website: www.bmeb.gov.bd, E-mail: info@bmeb.gov.bd, Fax: 58616681, 58617908, 9615576

নং-বামাশিবো/প্রশাসন/ ২৭৮৭ / নথি নং- অভিযোগ - ৯৪/২ তারিখঃ ২৯.১০.২০১৮খ্রিঃ

বিষয়ঃ তদন্ত পূর্বক মতামতসহ প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, কক্সবাজার জেলার পৌরসভাস্থ আলির জাঁহাল ইসলামিয়া বালিকা দাখিল মাদ্রাসার ম্যানেজিং কমিটি গঠনের বিরুদ্ধে অনিয়ম ও বিধি-বর্হিভূতভাবে কমিটি অনুমোদনের পায়তারাসহ সুপারের দূর্নীতির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য এলাকা বাসির পক্ষে সাবেক কমিশনার সালামত উল্লাহ অভিযোগসহ কাগজপত্র দাখিল করেছেন (কপি সংযুক্ত)।

এমতাবস্থায় সংশ্লিষ্ট অভিযোগসহ মাদ্রাসার সার্বিক বিষয়ে সরেজমিনে তদন্ত পূর্বক মতামতসহ প্রতিবেদন নিম্ন স্বাক্ষরকারী বরাবর প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

চেয়ারম্যান মহোদয়ের নির্দেশক্রমে
24.10.18
প্রফেসর মোঃ মজিবুর রহমান
রেজিস্ট্রার
বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ফোনঃ ৯৬১২৮৫৮

২৮/১০

প্রাপকঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার ,
কক্সবাজার সদর, কক্সবাজার ।

নং-বামাশিবো/প্রশাসন/__________/ নথি নং তারিখঃ .১০.২০১৮খ্রিঃ

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অনুলিপি:

১. জেলা প্রশাসক, কক্সবাজার ।
২. জেলা শিক্ষা অফিসার, কক্সবাজার ।
৩. উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, কক্সবাজার সদর, কক্সবাজার ।
৪. সুপার , আলির জাঁহাল ইসলামিয়া বালিকা দাখিল মাদ্রাসা
ডাকঘর- কক্সবাজার , উপজেলা - কক্সবাজার সদর, জেলা- কক্সবাজার।
৫. পি এ টু চেয়ারম্যান/রেজিস্ট্রার, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
৬. অফিস কপি ।

মোঃ মজিবুর রহমান
উপ-রেজিস্ট্রার (প্রশাসন)
বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ফোনঃ ৯৬৭৪৮৭৪

মাননীয়

চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড
ঢাকা।

বিষয়: কক্সবাজার পৌরসভাস্থ আলির জাঁহাল ইসলামিয়া বালিকা দাখিল মাদরাসায় ম্যানেজিং কমিটি গঠনের বিরুদ্ধে অনিয়ম ও বিধিবহির্ভূত ভাবে কমিটি অনুমোদনের পায়তারাসহ ও সুপারের দূর্নীতির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা এবং সরজমিনে তদন্ত নির্দেশ প্রদানের আবেদন।

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, আপনি বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই সরকারী যথাযথ নিয়ম ও মাদরাসার পরিচালনার ক্ষেত্রে আপনার বলিষ্ঠ ভূমিকা প্রশংসনীয়। মহোদয় সমীপে বর্ণিত মাদরাসার বিরুদ্ধে শিক্ষাবিধি বর্হিভূত কতিপয় বিষয়ে দৃষ্টিআকর্ষণ করছি।

১। ম্যানেজিং কমিটি গঠনে কোন কমিটির সিদ্ধান্ত হয়নি।

২। ভোটার তালিকা প্রণয়নের বিষয়ে অধিকাংশ শিক্ষক ও সকল ছাত্রীগণ জানে না।

৩। ভোটার তালিকায় প্রতিষ্ঠাতা ,দাতা ও অভিভাবক ক্যাটগরী পদে মূল ব্যক্তিদের বাদ দিয়ে নিজের পছন্দ লোকদেরকে দিয়ে ভোটার তালিকা প্রণয়ন করেন। যা তদন্ত করলে বেরিয়ে আসবে।

৪। কমিটি গঠনের বোর্ডের কোন নির্দেশনা মানা হয়নি। ভুয়া কাগজপত্র দাখিল করছেন।

৫। দাখিলকৃত ম্যানেজিং কমিটি ব্যাপক অনিয়ম বিধায় কমিটি অনুমোদন না করে এডহক কমিটি গঠনের জন্য নির্দেশ দেয়ার পূর্বে তদন্ত হলে আসল তথ্য বেরিয়ে আসবে।

৬। দাখিলকৃত ম্যানেজিং কমিটি অনুমোদনের জন্য ভুয়া কাগজপত্র দাখিল পূর্বক বোর্ডের কমিটি বিভাগের সেকশন অফিসার ও সংশ্লিষ্ট নথি উপস্থাপনকারীদের সাথে যোগসাজসে বিপুল অর্থের বিনিময়ে কমিটি অনুমোদনের পায়তারা করতেছে। যা মহোদয়ের অগোচরে রয়েছে।

৭। দাখিলকৃত কমিটির কাগজপত্র পেশ করার পর অনিয়মের অভিযোগে সুপারকে বোর্ডের পক্ষথেকে শোকজ করা হয়েছে।

৮। সুপার তার পছন্দ দুই-তিন জন শিক্ষককে নিয়ে মাদরাসার অর্থ আত্মসাৎ করে আসছেন। মাদরাসায় কোন আয়-ব্যয় এর কোন প্রকারের হিসাব নিকাশ নেই ও কমিটির মিটিং এর মধ্যে ও কোন হিসাব উপস্থাপন করেন না। যা প্রতিষ্ঠালগ্নথেকে এভাবে চলে আসেছে।

৯। আরো জানা যায় যে, মাদরাসায় নিজস্ব জমি নেই। ভুয়া দলিল সৃজন করে মাদরাসা স্বীকৃতি লাভ করে।

১০। কমিটি ও সকলের অগোচরে নিজের পছন্দমত শিক্ষক/কর্মচারী নিয়োগ করে আসছে। যা বিধি সম্মত নয়। পর্যায়ক্রমে আরো বিভিন্ন অনিয়ম ও দূর্নীতির বিষয়ে মহোদয় সমীপে পেশ করা হবে।

এমতাবস্থায় বর্ণিত বিষয়াবলী বিবেচনা করতঃমাদরাসার উন্নয়নে আশুহস্তক্ষেপ কামনা পূর্বক সরজমিনে তদন্ত করে কমিটি পূর্ণগঠন ও সুপারের অর্থ আত্মসাতের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে মহোদয়ের একান্ত আদেশ হয়।

২০.০৭.১৫

বিনীত
এলাকাবাসীর পক্ষে

১। সালামত উল্লাহ
সাবেক কমিশনার,

২। [illegible]তুর রহমান
সাবেক শিক্ষক

৩। হাছিনা আক্তার
সাবেক শিক্ষক

৪।আবদুল মোমিনসহ আরো অনেক
সর্বসাকিন-এসএমপাড়া,আলির জাঁহাল,কক্সবাজার পৌরসভা,৫নং ওয়ার্ড,কক্সাবজার।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
NATIONAL ID CARD / জাতীয় পরিচয় পত্র

নাম: গোলাম সরোয়ার
Name: Golam Saroar
পিতা: মনিরুজ্জামান
মাতা: মৃত মমতাজ বেগম
Date of Birth: 01 Jan 1987
ID NO: 2222407466473

এই কার্ডটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সম্পত্তি। কার্ডটি ব্যবহারকারী ব্যতীত অন্য কোথাও পাওয়া গেলে নিকটস্থ পোস্ট অফিসে জমা দেয়ার জন্য অনুরোধ করা হলো।

ঠিকানা: গ্রাম/রাস্তা: এ,বি,সি রোড, রুমালিয়ার ছরা, ডাকঘর: কক্সবাজার - ৪৭০০, কক্স-বাজার পৌরসভা, কক্সবাজার সদর, কক্সবাজার

প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর

প্রদানের তারিখ: ০৩/০৯/২০০৮

বরাবর
মাননীয় চেয়ারম্যান/রেজিস্ট্রার
বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড
ঢাকা।

বিষয় : ককসাবাজার সদর উপজেলাধীন আলির জাঁহালস্থ ইসলামিয়া বালিকা দাখিল মাদরাসার অবৈধ ম্যানেজিং কমিটি গঠনের বিরুদ্ধে দাখিলকৃত কমিটি বাতিলসহ সুপারের বিরুদ্ধে অনিয়মের অভিযোগ ও প্রতিকারের বিষয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ প্রসংগে।

জনাব

সবিনয় নিবেদন এই যে, আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারী অত্র মাদরাসা এলাকার শিক্ষানুরাগী ও মাদরাসা দরদী শুভকাংখি স্থায়ী বাসিন্দা হই। মহোদয় সারা বাংলাদেশে আপনার গতিশীল নেতৃত্বে মাদরাসা সমুহ অদম্য সাহসে এগিয়ে যাচ্ছে। আপনার নেতৃত্বে মাদরাসায় এখন আধুনিক শিক্ষায় পাল্লালিয়ে মাদরাসা সমুহ দৃঢ় সাহস ও পদক্ষেপ নিয়ে দূরবার গতিতে নিরবিচ্ছিন্নভাবে মাদরাসার নেতৃত্ব বলিস্টভাবে সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়ছে।

উপরোক্ত বিষয়ে মাদাসার কয়েকটি অনিয়ম মহোদয় সমীপে উপস্থাপন করা হলো।

১। মাদরাসাটি ১৯৮৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়ে অদ্যাবধি দাখিল স্বীকৃতি লাভ করে।

২। ২০১৮সালে ম্যানিজিং কমিটি গঠনের জন্য যে সমস্ত কাগজপত্র প্রদান করা হয়েছে, তা বিধি বর্হিভূত।

৩। দাখিলকৃত চুড়ান্ত ভোটার তালিকায় বিভিন্নক্যাটাগরিতে তথা অভিভাবক ক্যাটাগরী,দাতা ক্যাটাগরী,প্রতিষ্ঠাতা ক্যাটাগরী,সাধারণ শিক্ষক ক্যাটাগরী ইত্যাদি ক্যাটাগরীতে বোর্ডের বিধিবিদান অনুসুরণ না করে দূর্নীতীর আশ্রয় নেয়া হয়েছে। অর্থাৎ প্রতিষ্ঠাতা ক্যাটাগরী,দাতা ক্যাটাগরী,অভিভাবক ক্যাটাগরীতে ভূয়া নাম ব্যবহার করে তালিকা প্রদান করা হয়েছে। যা আদো এরা প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্টতা নেই। তদন্ত করলে প্রমাণীত হবে।

৪। সুপার একক্চত্রভাবে কাউকে না বলে মুখস্থ মিটিংএর অবৈধ রেজুলেশন তৈরী করে সভাপতি থেকে স্বাক্ষর নিয়েছেন। তা তদন্ত করলে প্রমাণীত হবে।

৫। সুপার প্রতিষ্ঠলগ্ন থেকে কোন রকমের আয়-ব্যায়ের হিসাব সংরক্ষন করেননি। বরঞ্চ ছাত্রীদের আয়ের কিঃ নিয়ে দু/চার জন শিক্ষকদের মধ্যে ভাগবাটোয়ারা করেন। অপরাপর শিক্ষক/কর্মচারীগণ কোন রকমের তাদেরকে বেতন ভাতা দেয় না।

৬। সুপার প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে অদ্যাবধি প্রতিবছরের সভার লক্ষ,লক্ষ টাকা ছাত্রী ভর্তির লক্ষ,লক্ষ টাকা এবং অন্যান্য এককালীন অনুদানের টাকা তিনি নিজেই আত্নসাৎ করে আসছেন।তদন্ত করলে প্রমাণীত হবে।

৭। বোর্ডের খেলাধুলা সংস্কৃতির জন্য দুই/তিন বার এককালীন চেক প্রদান করা হয়েছিল। তিনি ছাড়া আর কেউ জানেননা।এভাবেই একক ব্যাংক অফারেটর হিসাবে টাকাগুলো আত্নসাৎ করতে থাকেন।

৮। মাদরাসার দুইটি পুকুর নিলাম দেয়া হলেও উক্ত নিলামের লক্ষ,লক্ষ টাকাগুলো যৎসামান্য শিক্ষকদেরকে নামে মাত্র বেতন দিয়ে অবশিষ্ট টাকাগুলো আত্নসাৎ করে আসছেন।

৯। আমরা জানি তিনি একটি মসজিদের ইমামতি করেন,অপরদিকে মাদরাসা সুপারের দায়িত্ব পালন করেন। উভয় প্রতিষ্ঠানে মিলে আনুমানিক বার হাজার টাকা বেতন পান। অথচ তিনি বিল্ডিংঘরে ৮০০০/-টাকা ভাড়া দিয়ে থাকেন।
অবশিষ্ট টাকা তিনি অবৈধভাবে ইনকাম করে আসতেছেন।

১০। সারা বাংলাদেশে মাদরাসা সকাল ১০টা থেকে ৪টা পর্যন্ত চলে। কিন্তু অত্র সুপার মাদরাসার শিক্ষার কার্যক্রম সকাল ৯.৩০ থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত চালায়। তিনি প্রায় সময় মাদরাসায় উপস্থিত থাকেন না।

১১। দৈনিক আয়-ব্যয় ও কালামনার ক্যাশ বই লিপিবদ্ধ করেন না।

১২। আয়ের জন্য যে সমস্ত রশিদবই ছাপানো হয় তার কোন হদিছ নাই।

১৩। গুরুত্ব কোন বিষয়ে নামেমাত্র ম্যানিজিং কমিটিতে কোন বিষয় আলাপ না করে তিনি নিজেই সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন।

১৪।প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই কোন বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করেন নি।

১৫। ৩/৪মাস অন্তর অন্তর শিক্ষক পরিবর্তন করে থাকেন। তাদেরকে কোন বেতন দেয়া হয় না। ফলে তার পছন্দনীয় শিক্ষক নিয়োগ দিয়ে থাকেন। কোন সদস্য তা জানেন না।যারা প্রতিবাদ করে তাদেরকে তিনি নিরবে বিদায় দিয়ে থাকেন। অর্থাৎ তাদের কোন মিটিংএ ডাকেন না।

উপরোক্ত বিষয়গুলো সদয় বিবেচনা পূর্বক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য মহোদয়ের নিকট বিনীতভবে অনুরোধ করছি।

অতএব ধর্মীয় এ প্রতিষ্ঠানটি উন্নয়ন ও পরীক্ষার ভাল ফলাফল অর্জনের জন্য দক্ষ ম্যানিজিং কমিটির প্রয়োজন। তাই বর্তমান দাখিলকৃত ম্যানিজিং কমিটি বাতিল পূর্বক সুপারের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করত সরেজমিনে তদন্ত করার জন্য মহোদয়ের একান্ত আদেশ হয়।

এলাকাবাসীর পক্ষে-

১। গোলাম সরোয়ার
পিতা-মনিরুজ্জমান,সাকিং-এসএমপাড়া, ঝিলংজা ,ককসবাজার।

২। আবু বকর
পিতা-অসিউর রহমান, সাকিং-পূর্বএসএমপাড়া, ঝিলংজা ,ককসবাজার।

৩। নুরুল হক
পিতা-হাসমত আলী, সাকিং-আলির জাঁহাল ঝিলংজা ,ককসবাজার।